# বাংলা সাহিত্যের কথা

[ দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যযুগ ]

**ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্**

এম.এ.,বি.এল. (কলিকাতা), ডি.লিট., ডিপ্লো. ফন (প্যারিস), বিদ্যাবাচস্পতি।
ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।
প্রধান সম্পাদক, আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান ও ইস্‌লামী বিশ্বকোষ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখকের উত্তরাধিকারীগণ
দ্বিতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ২০০২
প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ
অক্টোবর ১৯৯৯
প্রথম সংস্করণ
মার্চ ১৯৬৫

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net

প্রচ্ছদ
কাইয়ূম চৌধুরী

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা ১১০০

দাম
দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 155 7

BANGLA SHAHITYER KATHA [Vol. 2 : Middle Age] by Dr. Muhammad Shahidullah, Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover designed by Quyyum Chowdhury, Price : Taka Two Hundred Thirty Only.

উৎসর্গ

যিনি একদিন ১৯১৯ সালে
"Shahidullah, bar is not for you, come to our University"
ব'লে আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান ক'রে আমার জীবনের গতিপথ বদলিয়ে দিয়েছিলেন সেই পুণ্যশ্লোক

**স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের**
অমর নামে এই পুস্তকখানি উৎসর্গিত হইল।

## ॥ বাংলার ভাষা ॥

"কোনো দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনারদিগের অধিকৃত দেশে আত্ম-ভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্যে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন ? এই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন ? স্বভাবতঃ অধিকারী জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহাদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা রাজনারায়ণ বসু
১৬৭০ শক, শ্রাবণ

## প্রসঙ্গ-কথা

পরম-করুণাময় আল্লাহর কৃপায় বত্রিশ বৎসর পর 'বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড—মধ্যযুগ) প্রকাশিত হল। এই খণ্ডটির দু'টি সংস্করণই গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৭১; ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : কার্তিক ১৩৭৪; অক্টোবর ১৯৬৭

১৯৬৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সেরিব্রাল থ্রমবসিসে আক্রান্ত হন এবং সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হওয়ার আগেই ১৩ই জুলাই ১৯৬৯ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৩৭৪ সালে গ্রন্থের ২য় সংস্করণটি গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় পাণ্ডুলিপি রচিত এবং পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে উক্ত গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতাহেতু ১৩৭১ সালের প্রকাশিত প্রথম সংস্করণটিই পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হল।

বাংলা ভাষাভাষী সুধীজনদের কাছে গ্রন্থটি সহজলভ্য করে দেয়ার জন্য মাওলা ব্রাদার্সের পরিচালক জনাব আহমেদ মাহমুদুল হকের উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়।

পিয়ারা ভবন
ঢাকা
পৌষ, ১৪০৫
জানুয়ারি, ১৯৯৯

মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহ্
জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পুত্র

॥ স্বদেশী ভাষা ॥

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর!
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)

## মুখবন্ধ

কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের উপদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে। তাহাতে আমার অংশ ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। রচনা বাংলা ভাষাতেই হয়। তাহা উর্দু অনুবাদ করেন মৌলভী আবদুর রহমান বেখুদ। ইহা উর্দু আকারে "বাংলা আদব কী তারীখ" নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৭ সালের জুনে প্রকাশিত হয়। উর্দু ভাষীদের জন্য মূল পুস্তক রচিত হয়। সে জন্য তাহাদের উপযোগী প্রধান প্রধান বিষয় ইহাতে লিখিত হয়। তাহা বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, বিশেষতঃ যখন বাংলা ভাষায় অনেকগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। পরে আমার "বাংলা সাহিত্যের কথা"র প্রাচীন যুগের অংশ বিস্তৃত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন মধ্যযুগের অংশ প্রকাশিত হইল। ইহাতে আমি বিশেষ করিয়া মধ্যযুগের সাহিত্যে মুসলমান কৃতিত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছি।

বাঙ্গালা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষার সকল সেবকই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। এই সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে আমার প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে হইয়াছে। আমি আমার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছি। আমার পূর্বসুরিগণের নিকট আমি পদে পদে ঋণী। আমি তাঁহাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমি ইহাতে কোনও স্থানে আমার স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছি। সুখের বিষয় কতিপয় সুধী তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

বাঙ্লা একাডেমীর কার্যে ব্যাপৃত থাকায় অবসর সময়ে ইহা লিখিতে কিছু দীর্ঘ সময় ব্যয় হইয়াছে। এক সঙ্গে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত না হওয়ায় পুস্তকে পৌর্বাপর্য সুষ্ঠুরূপে রক্ষিত হয় নাই। আমার দোষত্রুটি সম্বন্ধে আমি অবিদিত নহি। তবুও সুধীজন আমার অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করিলে, আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব। ইতি—

বাঙ্লা একাডেমী — নিবেদক
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭১ — মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

# সূচীপত্র


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের রাজনৈতিক পটভূমি | |
| পাঠান আমল- ১২০১ — ১৫৭৬ খ্রীঃ | ৯ — ১৫ |
| মোগল আমল-১৫৭৭ — ১৮০০ খ্রীঃ | ১৬ — ২০ |
| মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা | ২১ — ২৫ |
| বড়ু চণ্ডীদাস | ২৬ — ৩৫ |
| চণ্ডীদাস সমস্যা | ৩৬ — ৫৫ |
| শেখ কবীরের একটি পদ ? | ৫৬ — ৫৮ |
| মুসলমান পদকর্তৃগণ | ৫৯ — ৬২ |
| হিন্দু পদকর্তৃগণ | ৬৩ — ৬৬ |
| বিদ্যাপতি | ৬৭ — ৭১ |
| কৃত্তিবাসের 'গৌড়েশ্বর' কে? | ৭২ — ৭৮ |
| শ্রীকর নন্দী কবীন্দ্রপরমেশ্বর | ৭৮ — ৮১ |
| গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা | ৮২ — ৯০ |
| ময়নামতীর গান | ৯০ — ৯৬ |
| মহাকবি সৈয়িদ সুলতান ও কবি মুহম্মদ খান | ৯৭ — ১০৩ |
| মহাকবি আলাওল | ১০৪ — ১১১ |
| মধ্যযুগের কাব্যের উপজীব্য আখ্যান<br>(১) মনসা মঙ্গলের কাহিনী (২) চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী-কালকেতুর উপাখ্যান-ধনপতি সওদাগরের কাহিনী (৩) বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনী (৪) সত্যপীরের কাহিনী (ক) হিন্দু উপাখ্যান (খ) মুসলমানী উপাখ্যান | ১১২ — ১২৫ |
| মনসামঙ্গলের কবিগণ<br>কানাহরিদত্ত-বিজয়গুপ্ত-বিপ্রদাস-নারায়ণ দেব-দ্বিজ বংশীদাস ও চন্দ্রাবতী-ষষ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাদাস সেন- ষষ্ঠীবর দত্ত-কালিদাস-কেতকীদাস ক্ষেমানন্দ- ক্ষেমানন্দ - রামজীবন বিদ্যাভূষণ-বাণেশ্বর রায়- জগজ্জীবন ঘোষাল - জীবনকৃষ্ণ মৈত্র - বিষ্ণুপাল - বৈদ্য জগন্নাথ - দ্বিজ রসিক - রাজসিংহ - জানকী নাথ - গোপালচন্দ্র মজুমদার - অন্যান্য কবিগণ - জগমোহন মিত্র - দ্বিজ কালীপ্রসন্ন - বৈদ্যনাথ - রাধানাথ রায় চৌধুরী | ১২৬ — ১৪২ |

চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ— ১৪৩ — ১৫১

মাণিক দত্ত – দ্বিজ মাধব – কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী– দ্বিজ রামদেব – মুক্তারাম সেন – হরিরাম – ভারতচন্দ্র রায় – জয় নারায়ণ – ভবানী শঙ্কর দাস – অকিঞ্চন চক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ১৫১ — ১৬২

আদি রূপরাম – খেলারাম – মাণিকরাম – রূপরাম – শ্যাম পণ্ডিত – সীতারাম দাস – রামদাস আদক – দ্বিজ প্রভুরাম – ঘনরাম চক্রবর্তী – রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে – সহদেব চক্রবর্তী – নরসিংহ বসু – হৃদয়রাম সাউ – গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় – রামনারায়ণ – শঙ্কর চক্রবর্তী – রামকান্ত রায় – লক্ষ্মণ – ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবিগণ

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কবিগণ ১৬৩ — ১৭৭

কঙ্ক – দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ – সাবিরিদ খান – গোবিন্দ দাস – কৃষ্ণরাম – প্রাণরাম – বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখর – রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন – ভারতচন্দ্র রায় – নিধিরাম আচার্য কবিরত্ন – দ্বিজ রাধাকান্ত – কবীন্দ্র –মদন দত্ত

সত্যপীরের পাঁচালীর কবিগণ ১৭৮ — ১৮২

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য ১৮৩ — ১৯৫

বাসুলীমঙ্গল – শীতলামঙ্গলের কবিগণ শীতলামঙ্গলের উপাখ্যান – ষষ্ঠীমঙ্গল – সারদামঙ্গল – রায়মঙ্গল – সূর্য্যমঙ্গল – বিবিধ মঙ্গল কাব্য – পীরমঙ্গল – গাজী ও কালু – মানিকপীর – পীর গোরাচাঁদ – একদিল সাহ – মোবারক গাজী – শাহসুফী সুলতান– অন্যান্য পীর

চৈতন্য সাহিত্য ১৯৬ — ২০৮

চৈতন্যদেব – জীবনচরিত – বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত– জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল – লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল – কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত – গোবিন্দদাসের কড়চা

মুসলমানী পুঁজি-সাহিত্য ২০৯ — ২৩৫

পুঁথি-সাহিত্যের আদিকবি গরীবুল্লাহ্ শাহ– ইউছফ জোলেখা – জঙ্গনামা – সোনাভান – সত্যপীরের পুঁথি – সৈয়িদ হামযা – মধুমালতী – আমীর হামযা – জৈগুনের পুঁথি – হাতেম তাই

অনুবাদ সাহিত্য ২৩৬ — ৩০৫

আরবীর অনুবাদ ঃ নবীবংশ – কিফায়তুল মুসল্লীন, কায়দানি কিতাব – নস্‌লে ওসমান ইসলামাবাদ বা শাহনামা– দাকাইকুল হকাইক – সা'আতনামা
ফারসীর অনুবাদ ঃ য়ুসুফ যুলায়খা – লায়লী মজ্‌নূ –আলাওল অণূদিত ফারসীগ্রন্থ – আমীর হামযাঃ–
'আবদুল হকীম অনূদিত ফারসী গ্রন্থ – ফিকর নামা– গুলে বাকাউলি – মূসার সাওয়াল – দুল্লা মজলিস – তুতীনামা – গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর অনুবাদ – শাহপরীর কিচ্ছা – মল্লিকাযাদার পুঁথি – শ্রীনামা – মগুতনামা – হয়রাতুল ফিক্‌হ – সিরাজ কুলুব – হাতেম তাই – বাঙ্গালায় ফারসী প্রভাব।
উর্দু-হিন্দীর অনুবাদ ঃ মনোহর মধুমালতী – সতীময়না-লোর-চন্দ্রানা – মৃগবতী –পদ্মাবতী – পদ্মাবতী উপাখ্যান – আলাওলের পদ্মাবতীর উপাখ্যান –
আলাওলের পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সংস্করণ – সুলতান জমজমার পুঁজি – বানু হসন বাহরাম গোর – বেনযীর বদরে মুনীর – আবু সামার পুঁথি – রেজওয়ান শাহা – জৈগুনের পুথি – ভক্তমাল – বাঙ্গালা ভাষায় উর্দু-হিন্দী প্রভাব।
সংস্কৃত হইতে অনুবাদ ঃ রামায়ণ, কৃত্তিবাস – চন্দ্রাবতী – অন্যান্য রামায়ণ-অনুবাদকগণ – মহাভারতের অনুবাদ – শ্রীকরনন্দী – কাশীরাম দাস – নিত্যানন্দ ঘোষ –
অন্যান্য মহাভরত রচকগণ – বিবিধ মহাভারত পর্ব অনুবাদ – অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ – ভাগবত – অন্যান্য ভাগবত রচকগণ – অন্যান্য কৃষ্ণলীলা রচকগণ – অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ – বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব

লোক-সাহিত্য ৩০৬ — ৩৫৬

মহুয়া – পাঠ আলোচনা – ভেলুয়া সুন্দরী– পাঠ আলোচনা – লোক-সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের নারী – গীতিকারগণ – বারমাসী –খুল্লনার বারমাস্যা– জৈগুনের বারমাসী – শিশু সাহিত্রের বারমাসী

খণ্ডকাব্য–চৌতিশা ৩৫৭ — ৩৬০

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান অবদান ৩৬১ — ৩৭০

ধর্মীয় কাব্য –রোমান্টিক কাব্য –ইতিকাব্য– গীতিকাব্য, বারমাসী ও চৌতিশা – বিবিধ রচনা।

গ্রন্থপঞ্জী ৩৭১ — ৩৭২

সংযোজন ৩৭৩

## মহাকবি আলাওল

মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে আলওলের স্থান অতি উচ্চে। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী, ফারসী ও হিন্দি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বাস্তবিক এই মুসলমান কবির সমকক্ষ ভাষাবিদ্ সেই যুগে কেনও কবি ছিলেন না, একথা জোরের সঙ্গে বলা যাইতে পারে। তাঁহার রচিত বা উদ্ধৃত একটি সংস্কৃত শ্লোক এখানে বলি—

মূর্খানাং প্রতিমা দেবো বিপ্রদেবো হুতাশনঃ।
যোগীনাং প্রার্থনা দেবো দেবদেবো নিরঞ্জনঃ॥

ইহার অনুবাদ তিনি স্বয়ং করিয়াছেন—

মূর্খ সকলের দেব প্রতিমা সে সার,
ব্রাহ্মণ সবের দেব অগ্নি অবতার।
যোগী সকলের দেব আপ্ত মহাজন,
সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জন ॥[১]

ভাষাজ্ঞান ব্যতীত আলাওল নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি প্রাকৃতপিঙ্গল, যোগশাস্ত্র, তসউউফ, কামশাস্ত্র, সঙ্গীত বিদ্যা, অশ্বচালন বিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার সমান নানা বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সে যুগে আর কেহই ছিলেন না।

সাহিত্যরথী পরলোকগত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন আলাওলের পদ্মাবতীর প্রশংসায় বলিয়াছেন—

"পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবি পিঙ্গলাচার্যের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্ট মহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন ; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্ট নায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনী চক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্তি বন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়োছেন।"[২] ইত্যাদি।

---

১. পদ্মাবতী, ১৫০ পৃঃ।
২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সংস্করণ পৃঃ ৩২১।



তিনি ফারসী ভাষা হইতে 'সেকান্দর নামা' ও 'হপ্তপয়কর' নামক দুইটি কাব্য আর 'তোহ্ফা' নামে একটি ধর্মপুস্তকের অনুবাদ করেন। তাঁহার পদ্মাবতী হিন্দী হইতে অনূদিত। এই সকল অনুবাদ ব্যতীত তিনি কবি দৌলত কাযীর অসমাপ্ত "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী" নামক কাব্যের পরিসমাপ্তি করেন।

তিনি ফারসী পুস্তক অবলম্বনে 'সয়ফুল মুলুক বদিয়ুজ্জামাল' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। বাস্তবিক মধ্যযুগে তাঁহার সমান বহুগ্রন্থরচয়িতা আর কেহ আমাদের চোখে পড়ে না। ভাষাজ্ঞান ও বহুগ্রন্থ রচনা এই দুই বিষয়ে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বিশেষ লক্ষণীয় কবি।

তিনি বৈষ্ণব পদের অনুকরণে পদ রচনা করিয়াছেন। তাহার একটি এখানে উদ্ধৃত করি। এই পদে শ্রীমতী রাধিকা আর তাঁহার ননদের উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে। রাধিকা প্রত্যূষে যমুনায় জল আনিতে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে লীলারসে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সিঁথির সিন্দুর, চোখের কাজল সব মুছিয়া গিয়াছে। সমস্ত শরীরে নখচিহ্ন। ননদিনী কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। চতুরা রাধিকা তাহার উপযুক্ত জবাব দিলেন :

ননদিনী রসবিনোদিনী তোর কুবোল সহিতাম নারি।
ঘরের ঘরনী জগত মোহিনী প্রত্যূষে যমুনায় গেলি ॥
বেলা অবশেষে নিশি পরবেশে কিসে বিলম্ব করিলি ॥
প্রত্যূষ বিহানে কমল দেখিয়া পুষ্প তুলিবারে গেলুং।
বেলা উদয়নে কমল মুদনে ভ্রমর দংশনে মৈলুং ॥
কমল কন্টকে বিষম সঙ্কট করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে দিন অবশেষ ভেল ॥
সিঁথির সিন্দুর নয়নে কাজল সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর দারুণ পদ্মের নালে ॥
কুলের কামিনী ফুলের নিছনি কুরে নাই তোর সীমা।
আরতি মাগনে আলাওল ভণে জগৎ মোহিনী রামা ॥

আলাওলের বিরুদ্ধে কেবল একটি কথা বলা যাইতে পারে যে তিনি মৌলিক কবি ছিলেন না। কিন্তু মৌলিকতা মধ্যযুগের বাংলা কবিদের ক'জনের ছিল ?

আলাওল প্রধানতঃ অনুবাদক সত্যই। কিন্তু তাঁহার অনুবাদ মৌলিক রচনার স্পর্ধা করিতে পারে। কোথাও অনুবাদের আড়ষ্টভাব তাঁহার রচনায় দেখা যায় না। এরূপ নিপুণ অনুবাদ কম প্রশংসার কথা নয়।

সকলের চেয়ে আশ্চর্য হই আমরা এই মুসলমান কবির অনিন্দ্য সাধু ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া। এখানে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এটি হিন্দী হইতে অনুবাদ বটে। কিন্তু কে বলিতে পারে যে ইহা অনুবাদ ?

পদ্মাবতী রূপ কি কহিব মহারাজ।
তুলনা দিবার নাহি ত্রিভুবন মাঝ ॥
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ।
মহাঅন্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব ॥

অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতা সৌষ্ঠব কেহ নহে সমসর ॥
ত্রিগুণ সংঞ্চারে বেণী ভুবন মোহন।
এক গুণে ডংসিতে পারয় ত্রিভুবন ॥
বিরজিত কুসুম গুঁথিত মুক্তাহার।
সজল জলদ মধ্যে তারকা সঞ্চার ॥
তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি।
বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী ॥
স্বর্গ হৈতে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিলা অরণ্য মধ্যে মহাসূক্ষ্ম পথ ॥
সেই পথে বাটোয়ার বৈসে অনুদিন।
কুটল অলক পাশে ব্যক্ত রক্ত-চিন ॥
কিবা কসটির মাঝে স্বর্ণ রেখাকার ?
যমুনার মাঝে কিবা সুরসরি ধার ॥
জন্মান্তের বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈতে সহসাত।
ত্রিবেণী উপরে যেন ধরিছে করাত।
কিবা মুখচন্দ্র আঁখি অরুণ দেখিয়া।
ত্রাসে ফাটিয়াছে কিবা তিমিরের হিয়া ॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার
রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ অসিধার ॥
কদাচিত কেহ যদি যয় গম্য আশে।
মন বন্দী হয় তার অলকার ফাঁসে ॥
ভাগ্যের উদয় স্থলী ললাট সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥
বালক-চন্দ্রিমা-অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন।
মহান্ ললাট অতি ভাগ্য-বিধি-চিন ॥
কেমনে বলিব ভাল তুলনা মৃগাঙ্ক।
সকলঙ্ক চন্দ্রিমা ললাট নিষ্কলঙ্ক ॥
কুহু রাহু করে চন্দ্রে আলোপ গরাস।
মোহনললাট চন্দ্র সতত প্রকাশ ॥
ক্ষেণেক আলোপ চন্দ্র ক্ষেণেক বিদিত।
প্রসিদ্ধ ললাট চন্দ্র সদা প্রকাশিত ॥

সুখের বিষয় এই কবির জীবনবৃত্তান্ত তাঁহার রচনা হইতে সংগ্রহ করা যায়।[৩] তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন :

গৌড় মধ্যে[৪] প্রধান ফতেহাবাদ ভূম।
বৈসে সাধু সৎলোক হর্ষ[৫] মনোরম ॥

৩. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১০ সাল, অতিরিক্ত সংখ্যা ৭৩-৭৪ পৃঃ।
ছাপা বইয়ের পাঠ ঃ– ৪. গ্রাম মধ্যে। ৫. হংস



অনেক দানেশমন্দ খলিফা সুজন।
বহুত আলিম গুরু আছে সেই স্থানে ॥
হিন্দুকুলে মহাসভ্য[৬] আছে ভট্টাচার্য।
ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্য রাজ্য ॥
রাজ্যেশ্বর মজ্‌লিস কুতুব মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয় ॥
কার্য্য হেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম লেখা।
দুষ্ট হারমাদ সঙ্গে হই গেল দেখা ॥
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইল বাপ।
রণক্ষতে[৭] রোসাঙ্গে আইল মহাপাপ ॥
না পাইল সৎপদ আছে আঙ্গলেস।[৮]
রাজ-আসোয়ার হৈনু আসি এই দেশ ॥
রোসাঙ্গেতে মুসলমান যতেক আছেন্ত।
তালিব আলিম বলি আদর করেন্ত ॥
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহানর।
নাট[৯] গান সঙ্গীত[১০] শিখাইনু বহুতর ॥
বহুল মহন্ত লোক কৈল গুরুভাব।
সকলের কৃপা হন্তে চিল বহুলাভ ॥
মোর বাক্য এথা প্রকাশিল সব ধামে।
রস গ্রন্থ রচিনু মহন্ত সব নামে ॥
এই মতে সুখে গোঁয়াইনু কত কাল।
বৃদ্ধ ব'সে অবশেষে হইল জঞ্জাল ॥
শাহাশুজা সঙ্গে যদি আইনু দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাত্র সবে দিল হতমতি ॥
আপনার দোষ হন্তে পাই অবসাদ।
এক পাপী আমারেও দিল মিথ্যাবাদ ॥
কারাগারে রৈনু আমি না পাই বিচার।
যত ইতি বসতি হইল ছারখার ॥
সাল শেষে মৈল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িয়া পাইল বহুল প্রমাদ ॥
মন্দ কীর্ত্তি[১১] ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ ॥
গুণ হেতু মহাজনে করএ আদর।
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র দারা নিজ কর ॥
ছৈয়দ ছউদ শাহা রোসঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজি ॥

ছাপা বইয়ের পাঠ ঃ– ৬. সভা। ৭. ক্ষেত্রে। ৮. আকুলেশ। ৯. পাঠ। ১০. সঙ্গেতে। ১১. কৃত।

দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহৎ।
কৃপা করি দিলেক কাদেরী খেলাফত।

* * *

এইমতে একদশ অব্দ বহি গেল।
পুনরপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হৈল ॥[১২]

উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে আলাওলের পিতা ফতেহাবাদের রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুবের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পিতার সঙ্গে কোনও স্থানে জলপথে যাইতেছিলেন। পথে পুর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাঁহার পিতা মারা যান। তিনি আরাকানের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হন। রাজ-দরবারে পর্তুগীজ নৌসেনাপতি আঙ্গলেসের বড় প্রভাব ছিল। সেই জন্য তিনি উচ্চ পদ পান নাই। তিনি রাজার ঘোড়সওয়াররূপে সেখানে পদ পান। আরাকানের মুসলমান অধিবাসীরা তাঁহাকে খুব আদর যত্ন করেন। তিনি সেখানকার বড়লোকদের বাড়ীতে নাট্য-গীত সঙ্গীত শিখাইতেন। এই সময় তিনি অনেক পুস্তক রচনা করেন, তাঁহার দিন সুখে কাটিতেছিল। এমন সময় বাঙ্গালা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া শাহ্ শুজা আরাকানের রাজসভায় আশ্রয় লন। কোনও কারণে শাহ্ শুজা রাজার বিরাগভাজন হইয়া প্রাণ হারান। মিথ্যা অপবাদে আলাওল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। 'সয়ফুল মুলুক বদিয়ুজ্জামাল'-এর আত্ম-পরিচয়ে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি পঞ্চাশ দিন কারাগারে ছিলেন। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া কবি অতিকষ্টে দিনপাত করিতে থাকেন। তিনি সৈয়িদ সউদ শাহের নিকট কাদেরী পন্থায় সূফীমতে দীক্ষিত হন। পরে তিনি তাঁহার অনুমতিক্রমে নিজে দীক্ষাদানের অধিকার লাভ করেন। শাহ্ শুজার হত্যাকাণ্ডের নয় বৎসর পরে তিনি 'সয়ফুল মুলুক বদিয়ুজ্জামাল'-এর রচনা শেষ করেন। এগার বৎসর পরে রাজামাত্য মজলিস্ নবরাজের আশ্রয়ে কবির পুনরায় ভাগ্যোদয় হয়।

শাহ্ শুজা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানে আসেন। কবির বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যায়, ইহার এগার বৎসর পরেও কবি জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার কাব্যে বৃদ্ধ বয়সের জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি 'তোহ্ফা' রচনাকালে নিজের বার্ধক্যের কথা বলিয়াছেন। 'সয়ফুল মুলুকে' তিনি বলিয়াছেন 'বৃদ্ধকালে গ্রন্থকর্ম উচিত না হয়।" 'ছেকান্দর নামায়' তিনি বলিয়াছেন 'তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল।' "হপ্ত পয়করে" বলিয়াছেন "যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত।" ইহাতে বুঝা যায় তিনি বৃদ্ধকালে দেহত্যাগ করেন।

কবির আদি বাসস্থান যে ফতেহাবাদের জালালপুর ছিল, তাহা কবির আত্ম-পরিচয় হইতে বুঝা যায়। আমরা পদ্মাবতীতে পাই–

মুল্লুক ফতেহাবাদ গৌড়তে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুণ্যস্থান ॥

ছাপা বইয়ের পাঠ ঃ– ১২. ছেকান্দর নামা।



এই ফতেহাবাদ বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা ছিল। কবি বিজয় গুপ্ত (১৪৯৪ খ্রীঃ) মুল্লুক ফতেহাবাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই ফতেহাবাদ পরগণায় জালালপুর সম্ভবতঃ কবির জন্মস্থান। 'বহারিস্তান-ই-গয়বী'তে ফতেহাবাদের জালালপুরের নাম পাওয়া যায়। কে জানে এখনও সেই জালালপুর আছে কিংবা পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি শেষ বয়সে জোবরা গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন এবং সেখানেই মৃত্যুগ্রস্ত হন। কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ নাই। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সর্বপ্রথমে দেখান যে জোবরা গ্রামে আলাওলের নির্মিত বলিয়া কথিত মসজিদটি শিলালিপির প্রমাণে রাস্তিখান কর্তৃক নির্মিত হয়। তাহার তারিখ ৮৭৮ হিঃ ২৫শে রমযান, ১৪৭৪। ১৩ই ফেব্রুয়ারী।[১৩]

আলাওল যে গৌড় হইতে রোসাঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি মুহম্মদ মুকীমের রচনায় উল্লিখিত হইয়াছে—

"গৌরবাসি রৈল আসি রোসাঙ্গের ঠাম।
কবিগুরু মোহাকবি আলাওল নাম।"[১৪]

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংবাদ পাইয়াছেন যে, "আলাওলের কবর আকিয়াবের সন্নিকটস্থ Myauktang বা নয়া শহরে রহিয়াছে।" তিনি আরও বলেন যে, "আরাকানি মগী হরফেও আলাওলের রচনা প্রচলিত রহিয়াছে।"[১৫] অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেন, "এই ম্রোহং (Mrohung) বা রোসাঙ্গ শহর অঞ্চল চট্টগ্রামবাসীর নিকট 'পাথুরে কেল্লা' নামে অভিহিত।...এখানে আলাওলের কবর। পাথুরে কেল্লা চট্টগ্রামসীমান্ত রামু থেকে মাত্র ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত।"[১৬]

কবির পিতা মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন। 'বহারিস্তান-ই-গয়বী'তে মজলিস কুতুবের পরিচয় আছে। বাংলার সুবাদার ইসলাম খানের (১৬০৮-১৩ খীঃ) আদেশে তাঁহার সেনাপতি শেখ হবীবুল্লাহ মজলিস কুতুবের রাজ্য ফতেহাবাদ নদীপথে গিয়া আক্রমণ করেন। ভূষণার জমিদার শত্রুজিৎ তাঁহার সাহায্য করেন। কিন্তু মোগল সৈন্য ফতেহাবাদ অধিকার করিতে পারে নাই। ইসলাম খান পুনরায় শেখ হবীবুল্লাহ, রাজা শত্রুজিৎ ও অপর কয়েকজন সেনাপতিকে মজলিস কুতুবের বিরুদ্ধে ফতেহাবাদের জালালপুরে পাঠান। মজলিস কুতুব নিরুপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। ইসলাম খান তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ ভোগ করিতে দেন। আলাওল রোসাঙ্গে আঙ্গলেসের জন্য উচ্চপদ পান নাই বলিয়াছেন। আকুলেশ বা আঙ্গলেস 'গঞ্জালেস'- এর ভ্রান্ত পাঠ। তাঁহার পুরা নাম ছিল Sebastiao Gonsalves Tibau। তিনি ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সন্দিপ অধিকার করেন। তিনি আরাকান-রাজ সলীম শাহ (Meng Radzagyi ১৫৯৩-১৬১২ খ্রীঃ অঃ রাজত্বকাল) কর্তৃক নৌসেনাপতি নিযুক্ত হন। পরে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন।[১৭] সম্ভবতঃ আলাওল ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রণক্ষত হইয়া

১৩. মাহে নও, ১৯৫২ আগষ্ট পৃঃ ২৭-২৮। ১৪. পুঁথি পরিচিতি, ১০১ পৃঃ। ১৫. বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা। ১৬. আলাওল-বিরচিত 'তোহ্ফা'।
১৭. History of Portuguese in India By J. J. A. Campos.

আরাকানে আসেন। তখন তিনি তালিবুল 'ইলম বা ছাত্র ছিলেন। ঐ সময় গঞ্জালেস আরাকান রাজসভায় ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আনুমানিক ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। এই হিসাবে তাঁহার জন্ম সন আনুমানিক ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

কবির প্রধান গ্রন্থ 'পদ্মাবতী'। মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী 'পদুমাবত' হইতে তিনি ইহার অনুবাদ করেন। জায়সীর পুস্তকের রচনাকাল ৯৪৭ হিজরী (১৫৪০ খ্রীঃ অঃ) শের শাহের রাজত্ব সময়ে। আলাওল আরাকানরাজ থদোমিন্তার রাজার সময় (১৬৪৫-৫২ খ্রীঃ) পদ্মাবতী রচনা করেন। কবি তাঁহার 'সয়ফুল মুলুক বদিয়ুজ্জামাল'-এ বলিয়াছেন :

"আজ্ঞা পাই রচিলুং পুস্তক পদ্মাবতী।
যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি।
দ্বিতীয় আদেশ তান হৈল যেন মতে।
সয়ফুল মুলুক কথা পুস্তক রচিতে।
বৃদ্ধকালে দিনে দিনে শক্তি টুটি আসে।
যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে।"

পদ্মাবতী তাঁহার বার্ধক্যের পূর্বের রচনা। ইহার রচনাকাল আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রীঃ অব্দ ধরা যাইতে পারে।

কবির দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সয়ফুল মুলুক বদিয়ুজ্জামাল'। দাক্ষিণাত্যের কবি গওয়াসীর এই নামে একটি ফরাসী কাব্য আছে। আলাওল সম্ভবতঃ আরব্য রজনীর ফারসী অনুবাদ অবলম্বন করেন। তিনি মাগন ঠাকুরের উৎসাহে ইহার রচনায় হাত দেন (আনুমানিক ১৬৫৮ খ্রীঃ)। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পুস্তকখানি ফেলিয়া রাখেন। শাহ্ শুজার হত্যাকাণ্ডের নয় বৎসর পরে সৈয়িদ মূসা নামে একজন বড়লোকের আশ্রয়ে সেটি সম্পন্ন করেন। ইহার সমাপ্তির তারিখ আনুমানিক ১৬৭০ খ্রীঃ অঃ। এই কাব্যে রাজপুত্র সয়ফুল মুলুক ও পরীরাজকন্যা বদিয়ুজ্জামালের প্রণয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

কবির তৃতীয় গ্রন্থ 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণীর' উত্তরাংশ। আরাকানরাজ শ্রীসুধর্মা রাজার রাজত্ব সময়ে (১৬২২-৩৮ খ্রীঃ অঃ) দৌলত কাযী নামক এক কবি এই কাব্যের রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ করিবার পূর্বেই মারা যান। আলাওল শ্রীচন্দ্রধর্মা রাজার পাত্র সলায়মানের উৎসাহে ১০৭০ হিঃ বা ১৬৫৯-৬০ খ্রীঃ অব্দে এই কাব্যখানি সমাপ্ত করেন। মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ কবি সুলায়মানের আশ্রয় লাভ করেন। এই কাব্যে রাণী ময়নামতী, রাজা লোর ও রাজকন্যা চন্দ্রাণীর প্রেম বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। নানা পরীক্ষার মধ্যেও ময়নামতীর পতিব্রত্য অতি সুন্দররূপে কীর্তিত হইয়াছে।



কবির চতুর্থ রচনা 'হপ্ত পয়কর'। মূল গ্রন্থ পারশ্য কবি নিযামী গঞ্জভীর রচিত (১১৯৯ খ্রীঃ অঃ)। সম্ভবতঃ ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে শাহ্ শুজার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পূর্বে আলাওল এই অনুবাদ আরম্ভ করেন। পারশ্যরাজ বাহ্‌রাম ও তাঁহার সাত রাণীর গল্প এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মার আমলে (১৬৫২-৮৪ খ্রীঃ) তাঁহার সমরসচিব সৈয়িদ মুহম্মদের আদেশে আলাওল এই গ্রন্থ রচনা করেন।

কবির পঞ্চম গ্রন্থ 'তোহ্‌ফার' অনুবাদ। এটি একটি ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তক। মূলগ্রন্থ ইয়ুসুফ গাদা হিঃ (১৩৯৩ খ্রীঃ) সালে রচনা করেন। আলাওলের অনুবাদ আরম্ভের তারিখ ১০৭৩ হিঃ বা ১৬৬৩ খ্রীঃ এবং সমাপ্তির তারিখ ১০৭৩ হিঃ ১৪ই শাবান, সোমবার, (১৬৬৪ খ্রীঃ ১৪ই মার্চ)।

কবির ষষ্ঠ ও সম্ভবতঃ শেষ গ্রন্থ 'ছেকান্দার নামা'। মূল পুস্তক পূর্বোক্ত নিযামী গঞ্জভীর রচিত। এই কাব্যে গ্রীকরাজ ছেকান্দার বা আলেকযাণ্ডারের এবং পারশ্যরাজ দারা বা দারাউসের যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং ছেকান্দারের দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে। আলাওল সম্ভবতঃ ১৬৭২ খ্রীঃ আরাকানের রাজ-পাত্র মজলিস নবরাজের উৎসাহে এই কাব্য অনুবাদ আরম্ভ করেন। এই কাব্যের ভণিতার পূর্বে বহুস্থানে নিম্নলিখিতরূপ সূফী ভাবের কবিতা দৃষ্ট হয় :

আইস গুরু প্রেম সুরা দেও মোরে ভরি।
যার পানে মিত্র লাভ আপনা পসারি ॥

সম্ভবতঃ আলাওল আরও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

---

প্রথম প্রকাশ গ্রন্থকারের "পদ্মাবতী"র ভূমিকায়, ১৯৫০। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড আয়োজিত "আলাওল স্মরণোৎসব" সভায় ১৪-১-৬৩তে সভাপতির ভাষণ। উৎসাহী পাঠক লেখকের সম্পাদিত "পদ্মাবতী" গ্রন্থে আলাওল সম্বন্ধীয় অন্যান্য নিবন্ধ দেখিতে পারেন।